উৎসবে ঃ
বিপদে ঃ
সম্পদে ঃ
প্রয়োজন টাকার :—আপনাকে টাকা উপার্জ্জন করতে সঞ্চয় করতে ও বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করবে
দি
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
হেড অফিস :—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন
জঙ্গীপুর শাখার
ম্যানেজিং এজেণ্ট :— পি, চ্যাটার্জ্জি, বি-এল।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— পি, কে, গুহ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫১ ইংরাজী 6th Dec. 1944 { ২৮শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা স্যাণ্ডো ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫ „ ৪২ „ „ „
প্রিমিয়ামের আয়	১ „ ১২ „ „ „
মোট সংস্থান	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩)—
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস ঃ কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫১ সাল

মুর্শিদাবাদ জেলা হিন্দু মহাসভা সম্মেলন

গত ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর বহরমপুর সহরে মুর্শিদাবাদ জেলা হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন নিমতিতার রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন হিন্দুনেতা মিঃ এন, সি, চাটার্জ্জি মহোদয়। সম্মেলনে রাজপথের অক্ষুণ্ণ অধিকার ও প্রতিমা বিসর্জ্জন বিষয়ে একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন কলিকাতার শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস। নিমতিতার শ্রীযুক্ত রাধানাথ চৌধুরী উহা সমর্থন করেন। সম্মেলনে শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, মেজর পি, বর্দ্ধন প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-মিশন বয়েজ হোম

গভর্ণর-পত্নী কর্ত্তৃক পরিদর্শন

কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া মিসেস্ কেসী মিস জারেট সমভিব্যাহারে খড়দহের নিকটবর্ত্তী রাহারার "রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম" পরিদর্শন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ গভর্ণর-পত্নীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মিসেস্ কেসী নির্ম্মায়মান নূতন বাংলো, আশ্রম-বালকদের শয়নকক্ষ, অধ্যয়নাগার ও ভোজনশালাও পরিদর্শন করেন। আশ্রমের কার্য্যাবলী এবং বালকদিগের সুন্দর স্বাস্থ্য দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিতা হন। মিসেস্ কেসী বালকদিগের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। নিজেদের চারিত্রিক উন্নতি করিতে এবং ভালভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেও তিনি তাহাদের উপদেশ দেন। গভর্ণর-পত্নী প্রত্যেক বালককে স্বহস্তে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। বর্ত্তমানে উক্ত আশ্রমে মোট ৬৯ জন বালক আছে।

কলিকাতায় নূতন ছাত্রাবাস

বাঙলা সরকার হিন্দু, তফশীলভুক্ত এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কলেজের ছাত্রাবাস খুলিবেন স্থির করিয়াছেন। এ উদ্দেশ্যে বাড়ী লওয়া হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাস (প্রধানতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের) হইবে ৫৫নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, আর তফশীলী সম্প্রদায়ের ছাত্রাবাস থাকিবে ১৫।৬, নীরদ বিহারী মল্লিক ষ্ট্রীটে।

৩০নং মির্জ্জপুর ষ্ট্রীটে তফশীলী ছাত্রদের জন্য যে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রাবাস আছে, উহাকে গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাসে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

মৃতদেহে প্রাণদান

সোভিয়েট চিকিৎসকের আশ্চর্য্য আবিষ্কার

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট চিকিৎসকেরা মৃত সৈন্যদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে তাহাদের প্রাণদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৃটিশ চিকিৎসকেরা এই সংবাদে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

সোভিয়েট সমর-সংবাদে প্রকাশ, সুরক্ষিত আধারে রক্ত এবং অক্সিজেননিষিক্ত শক্তিশালী গ্লুকোজ ও আড্রেনালিন লইয়া সোভিয়েট চিকিৎসকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। সদ্যমৃত সৈন্যদের শিরায় ঐ রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিবার পরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বেশ সন্তোষজনক হইতে দেখা যায়, তখন উপশিরাতেও রক্ত প্রবেশ করানো এবং হাপরের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালানো হয়।

মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে তাঁহারা বিফল হইয়াছেন বলিয়া সোভিয়েট চিকিৎসকেরা জানান। আসন্ন মৃতের বিভিন্ন অবস্থায় এবং সদ্যমৃত ৫১টি সৈন্যকে এইভাবে চিকিৎসা করিয়া তাঁহারা বাঁচাইয়াছেন।

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙালী ছাত্রীর বিজয় গৌরব

কুমারী রমা সেনগুপ্তার কৃতিত্ব

ছাত্রী কুমারী রমা সেনগুপ্তা বাঙ্গালার হইয়া বোম্বাইর বিরুদ্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১০০ গজ ব্যকষ্ট্রোক প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত ১০০ গজ ব্যাকষ্ট্রোক প্রতিযোগিতায় তিনি তৃতীয় এবং বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে ৫০ গজ ব্যাকষ্ট্রোক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সাত বৎসর বয়সেই তিনি ভাগীরথী সাঁতরাইয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে যে আন্তঃপ্রাদেশিক রিলে-রেস্ হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার দলকে বিজয় গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন।

শুভ বিবাহ

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ধ এডভোকেট শ্রীযুত সাধনচন্দ্র গুপ্তের সহিত শ্রীমতী মঞ্জরী দেবীর শুভ-বিবাহ বিগত সপ্তাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী বিগত ২২শে নভেম্বর এই বিবাহ সম্পর্কে পাত্রের পিতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুত জে, সি, গুপ্তের নিকট নিম্নোক্তরূপ পত্র প্রেরণ করেন :— "প্রিয় গুপ্ত, কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি যখন সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মের সংবাদ পাঠ করি যে, জনৈক অন্ধ ব্যবহারাজীব ফেডারেল কোর্টে বিশেষ যোগ্যতার সহিত সওয়াল জবাব করিতেছেন, তখন আমি জানিতাম না তুমি তাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছ। এই বিবাহ তাহার ও তাহার ভাবী বধূর পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হউক। পাত্রীকে আমি এই নির্ব্বাচনের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।"

এই বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডার এবং পিপ্‌লস রিলিফ কমিটি

এই কয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে ১০০৲ দান ঘোষণা করেন।

উকিলের কারাদণ্ড

জনৈক মক্কেলের ২০০৲ টাকা আলিপুর ট্রেজারী হইতে তুলিয়া লইয়া মক্কেলকে না দিয়া আত্মসাৎ করার অভিযোগে আসামী উকিল যামিনীবল্লভ ঘোষকে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টর মিঃ ডি জে কোহেন ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও এক মাস জেল খাটিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা ক্ষতিপূরণ বাবদ ফরিয়াদীকে দিবার আদেশ হইয়াছে।

অতিলোভীর দণ্ড বৃদ্ধি

১৯৪৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি মণ ২০৲ টাকা স্থলে ২৭ টাকা বার আনা দরে ৯০ মণ চাউল বিক্রয় করিবার অপরাধে আসামী যুগলকিশোর তিবরীওয়ালাকে কলিকাতার এডিশনাল প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টর ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী ১০০০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। গত শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি রক্সবার্গ ও বিচারপতি লতিফর রহমান আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া দণ্ড বৃদ্ধিপূর্ব্বক তাহাকে ২০০০৲ অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছেন।

নৌকায় সমুদ্র পার

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ম্যাডাগাস্কার প্রবাসী ৯ জন ভারতীয়কে তত্রস্থ ফরাসী কর্তৃপক্ষ কতকগুলি বে-সামরিক অপরাধের জন্য ঐ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নৌকাযোগে উহারা ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। উহাদের একজন সমুদ্রে পড়িয়া মারা গিয়াছেন।

বিড়ির আগুনে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু

কয়েক দিন হইল মুর্শিদাবাদ—খাগড়া ওসমানখালীর আবদুল বারিক দপ্তরী গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইবার সময় বিড়ি খাইতেছিল। হঠাৎ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া যায়। তাহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হয়। তথায় সে মারা গিয়াছে।

বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি

নদীয়া-কুমারখালিতে চোরের উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। টাউন এলাকার মধ্যে তালা খুলিয়া বাসনপত্রাদি চুরি যাওয়ার সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই শুনা যায়। সম্প্রতি শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়দিগের মন্দির হইতে বিগ্রহ মদনগোপালের রূপার চূড়া এবং অলঙ্কার চুরি গিয়াছে।

ময়মনসিংহে অগ্নিকাণ্ড

গম ২৮শে নবেম্বর সোমবার প্রত্যুষে ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদারের কালোনীস্থিত মেছুয়াবাজারে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই। প্রচুর পরিমাণে সরিষার তৈল, কেরোসিন, বিড়ি, দেয়াশালাই, ডাল, ছোলা, চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে।

জলে দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ

গত ২৫শে নবেম্বর, শনিবার সন্ধ্যার পর যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত সারুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে নৌকাযোগে নিজ বাটী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে আর একখানি নৌকা হইতে দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। প্রকাশ, দুইখানি নৌকাই ডুবিয়া যায় এবং নেপালবাবুর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পুলীশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। নেপালবাবু স্থানীয় যশোহর লোন কোম্পানীর ডিরেক্টর ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি।

কোচীনে মৃত্যুদণ্ড রহিত

কোচিনের অতিরিক্ত সংখ্যার গেজেটে মহারাজের এক ঘোষণা প্রচার করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য অপরাধীদের অতঃপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

রাজার সহিত সাক্ষাৎকার

গত ২৮শে নবেম্বর বাকিংহাম প্রাসাদে ইংলণ্ড পরিদর্শনকারী সাত জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্যার হেনরী ডেল তাঁহাদিগকে রাজার নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

ডাকঘরে কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পোষ্ট অফিসে কার্ত্তুজ প্রাপ্তির মামলা সম্পর্কে তল্লাসী ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানাবলে পুলীশ গত ২৩শে নবেম্বর প্রাতে স্থানীয় কমলারঞ্জন গোস্বামী ও ফণিভূষণ তেওয়ারীর বাড়ীতে হানা দেয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ লালবাগ প্রেরণ করেন। প্রকাশ, প্রথমোক্ত ব্যক্তি ফেরার থাকায় তাহাকে পাওয়া যায় নাই। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা অপরাপর ব্যক্তির সহযোগিতায় জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত কুমার সিং ছাজেরকে বিপদে ফেলিবার উদ্দেশ্যে পাঁচটি তাজা কার্ত্তুজ সংগ্রহ করিয়া পোষ্ট্যাল পার্শ্বেলযোগে উহা তাঁহার নামে প্রেরণ করে। কিন্তু জেলা গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কার্ত্তুজগুলি স্থানীয় পোষ্ট-অফিস হইতে উদ্ধার করা হয়। পার্শ্বেলটি এই জেলার ধুলিয়ান পোষ্ট-অফিস হইতে পাঠান হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া সমস্যা

মেজর এম, জাফরের বক্তৃতা

কয়েকদিন হইল রাইটার্স বিল্ডিংসে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরক্টর মেজর এম, জাফর, আই-এম-এসের আহ্বানে জেলার কুইনাইন-রেশন কর্তৃপক্ষ সিভিলসার্জনদের এক বৈঠকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ঔষধ বিতরণ ও ম্যালেরিয়া সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনায় হয়। এই আলোচনায় প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান সার্কেলের ১২টি জেলার সিভিলসার্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মেজর জাফর বলেন যে, এখন আর ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ঔষধ পাইতে বা ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিতে কোনো অসুবিধা থাকা উচিত নয়। কোন ক্ষেত্রে যদি সেই অসুবিধার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই অসুবিধার কথা জানাইতে তিনি উপস্থিত সিভিল-সার্জনদের অনুরোধ জানান। সভার শেষে মেজর জাফর উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন

যে কোন বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালা গবরমেণ্ট জানাইয়াছেন, ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য মেপাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউ এস পি ভবিষ্যতে সকল লাইসেন্সধারী বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাইবে। এখন হইতে কুইনাইন বিক্রেতা এজেণ্টের নিকট যাইবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ ইহাদের সংখ্যা বেশী নহে। মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন সম্বন্ধে সাধারণ অবগতির জন্য নিম্নলিখিতরূপ জানান যাইতেছে :—

(১) নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি ট্যাবলেট অর্দ্ধ আনা।

(২) এই ঔষধ সংগ্রহের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন নাই।

(৩) খুচরা বিক্রেতা এককালীন ২০টির বেশী ট্যাবলেট বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৪) ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় নিম্নরূপ পরিমাণ ব্যবহার্য্য।

বয়স্কের জন্য—প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২টি করিয়া ট্যাবলেট প্রতিদিন দুইবার খাইবার পরে ৪ দিন ধরিয়া।

১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ট্যাবলেট করিয়া আহারের পর ক্রমাগত ৪ দিন।

এই ঔষধ ব্যবহারের পর গাত্রচর্ম্মে, চক্ষুতে এবং প্রস্রাবে হলদে চিহ্ন হইলে উহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই, উহা শীঘ্রই মিলাইয়া যাইবে।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য এক আনা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

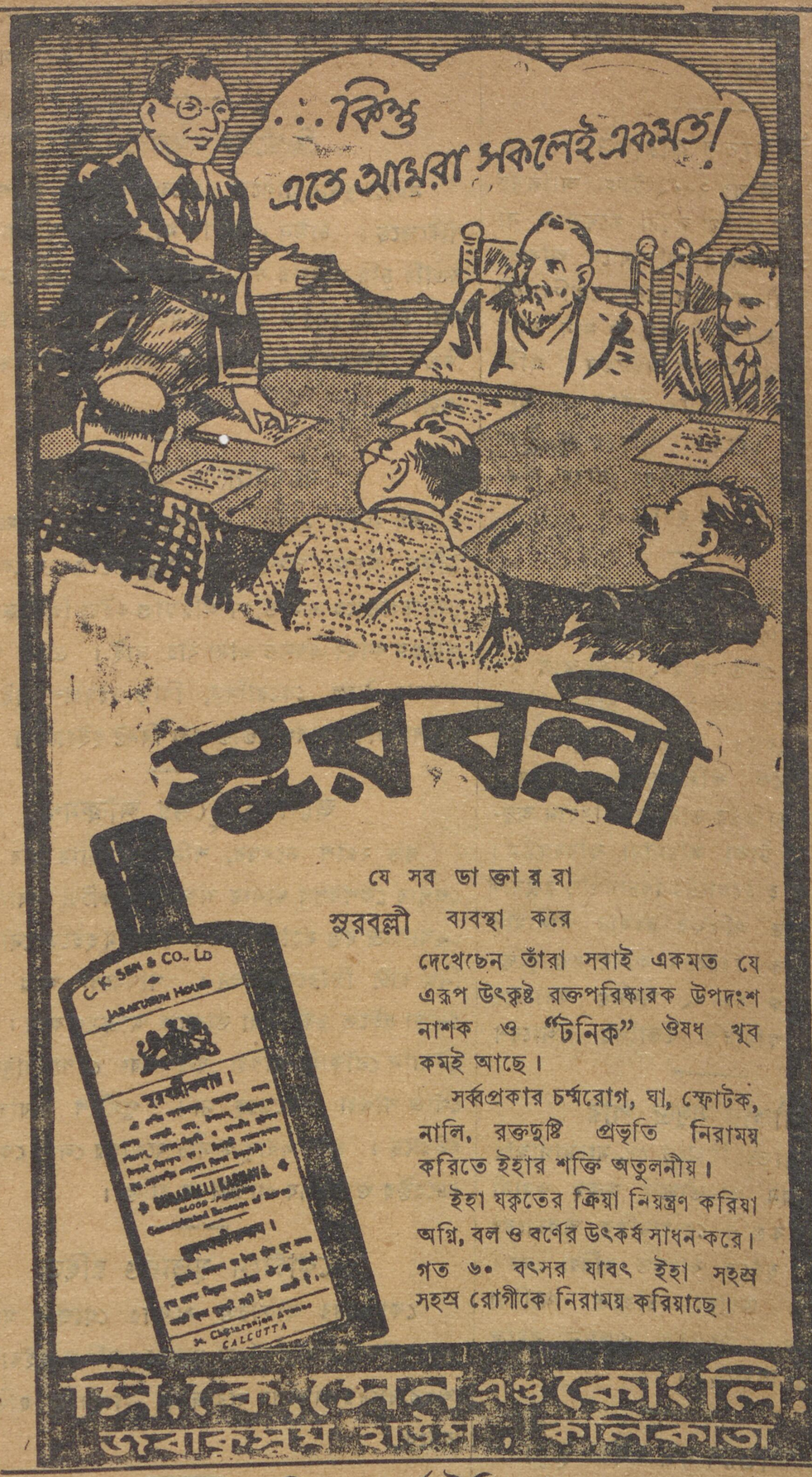

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)